সুসমাচার প্রচারক যীশু

(Jesus, the Gospel Proclaimer)

লূক ৮ অধ্যায় ১-৩ পদ

যীশু তাঁর পার্থিব পরিচর্যা ইস্রায়েলের উত্তরাঞ্চল, তথা গালীল প্রদেশে শুরু করেছিলেন। অনেক ঈশতাত্ত্বিকের মতানুসারে, তিনি এখানে প্রায় ১৬ মাস ধরে পরিচর্যা করেন। এখন, এই সময়ের মধ্যে যীশুর জীবনের সঙ্গে সম্পর্কীত সমস্ত ঘটনার কথা যে সুসমাচারের লেখকরা লিপিবদ্ধ করেছেন, তা নয়। পরিবর্তে, যীশুর পরচর্যা এত বিস্তৃত ছিল যে, যোহন এমন কথা বলেছেন, ***"যীশু আরও অনেক কাজ করেছিলেন; সে সমস্ত যদি এক এক করে লেখা যায়, তবে আমার বোধ হয়, লিখতে লিখতে এত গ্রন্থ হয়ে ওঠে যে, জগতেও তা ধরে না"*** (যোহন ২১:২৫)। তাই, সুসমাচারের লেখকরা তাঁর কাজের প্রধান ঘটনাগুলিকে যত্ন সহকারে বেছে নিয়েছেন। আর তাই, তাদের লেখা সুসমাচারের বিভিন্ন স্থানে তারা যীশুর সেই সমস্ত কাজের সংক্ষিপ্তসার উপস্থাপিত করেছেন। আজ আমরা লূকের লেখা সুসমাচারের ৮ অধ্যায়ের প্রথম যে ৩টি পদ পাঠ করেছি, সেখানেও দেখতে পাচ্ছি, গালীল প্রদেশে যীশু তাঁর পরিচর্যার যে সময় কাটিয়েছিলেন, তার শেষ প্রান্তে এসে, সেখানে যীশুর পরিচর্যার সংক্ষিপ্তসার লূক তুলে ধরেছে। এই ৩টি পদে আমরা দেখতে পাচ্ছি, যীশু বিভিন্ন নগরে ও গ্রামে ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করতেন, এবং যীশু ও তাঁর শিষ্যদের পার্থিব প্রয়োজনসমূহ বিভিন্ন বিত্তবান স্ত্রীলোকের দ্বারা পূর্ণ হত, যাদের তিনি সুস্থ করেছিলেন।

আমরা যে যীশুকে বিশ্বাস করে ঈশ্বরের অনুগ্রহে তাঁর সন্তান হয়েছি, তাঁকে যখন এইভাবে সুসমাচার প্রচার করতে দেখছি, তখন আমাদের দায়িত্ব আমরা যেন সুসমাচার প্রচারের জীবন যাপন করি। তাই, আজ আমরা এই শাস্ত্রাংশ থেকে সুসমাচার প্রচারকারী যীশুর জীবনকে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করব।

১। যীশুর সুসমাচার প্রচারের পরিচর্যা (১ পদ)

৮ অধ্যায় ১ পদে লূক লিখেছে, ***"এর পরে তিনি ঘোষণা করতে করতে এবং ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করতে করতে নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করলেন।"*** যীশু তাঁর পার্থিব জীবনের প্রথম ৩০ বৎসর তাঁর পরিবারের সঙ্গে কাটিয়েছিলেন। সুসমাচারগুলিতে কেবল তাঁর জন্মের কথা (মথি ১, লূক ২), জন্মের পর রাজা মহান হেরোদের হাত থেকে বাঁচতে মিশরে পালানোর কথা (মথি ২:১৩-১৫), মিশর থেকে ফিরে নাসরতে তাঁর শৈশব কাটানোর কথা (মথি ২:২২-২৩), ১২ বছর বয়সে তাঁর পিতামাতার সঙ্গে জেরুশালেম মন্দিরে যাবার কথা (লূক ২:৪১-৫১), এবং সূত্রধরের পুত্র হিসাবে একজন সূত্রধরের জীবন যাপনের কথা আমরা পাই (মথি ১৩:৫৫; মার্ক ৬:৩)। এর পর যীশু ৩০ বৎসর বয়সে (লূক ৩:২৩) যোহন বাপ্তাইজকের দ্বারা তিনি বাপ্তাইজিত হন (মথি ৩:১৩-১৭; লূক ৩:২১-২২), প্রান্তরে দিয়াবল দ্বারা পরীক্ষিত হন (মথি ৪:১-১১; লূক ৪:১-১৩), এবং তাঁর সুসমাচার প্রচারের কাজ শুরু করেন (মথি ৪:১৭; লূক ৪:১৪)। তিনি সাড়ে ৩ বৎসর ধরে এই সুসমাচার প্রচারের কাজ করেন এবং এই প্রচার কাজের বিবরণ ৪টি সুসমাচারেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

ক) প্রচারের স্থান: তাঁর এই সুসমাচার প্রচারের প্রথম দিকের পরিচর্যা গালীল প্রদেশে সাধিত হয়। কিন্তু গালীলের মাত্র কয়েকটি নগর বা গ্রামের মধ্যে তাঁর এই পরিচর্যা সীমাবদ্ধ ছিল না। ১ পদের কথা মতো নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে তিনি এই প্রচার কাজ চালান। লূক যদিও যীশুর পরিচর্যা সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে, সেগুলিকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তার সুসমাচার লিখেছে (১:৩), তথাপি লূক সর্বদা যীশুর জীবনের প্রতিটি ঘটনার স্থানকে নির্দিষ্ট ভাবে চিহ্নিত করেনি। উদাহরণস্বরূপ, ৭ অধ্যায়ে, কফরনাহূমে যীশু একজন শতপতির দাসকে সুস্থ করেছিলেন (৭:১), নায়িন্ নামক নগরে একজন বিধবার একমাত্র মৃত পুত্রকে জীবিত করেছিলেন (৭:১১), কিন্তু শিমোন নামে যে ফরীশীর আমন্ত্রণে তিনি ভোজে যোগ দিয়েছিলেন, তার বাড়ী কোথায় ছিল, তা লূক স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করেনি (৭:৩৬)। এইভাবে গালীল

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

প্রদেশের বিভিন্ন নগরে ও গ্রামে সুসমাচার প্রচারের কাজ শেষ করে, সময় উপস্থিত জেনে, অর্থাৎ পিতার কাছে ফিরে যাবার সময় উপস্থিত জেনে জেরুশালেমে যাবার প্রস্তুতি নেবেন, যার কথা লূক ৯:৫১ পদে লিপিবদ্ধ করেছে। কিন্তু তার আগে গালীলের যে সমস্ত নগরে বা গ্রামে তিনি পরিচর্যা করলেন, তাদের নাম নির্দিষ্ট ভাবে লূক উল্লেখ করেনি।

এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, যীশুর পরিচর্যা কেবল কয়েকটি নির্দিষ্ট নামী নগরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি বিভিন্ন অনামী নগরে ও গ্রামেও সুসমাচার প্রচার করেছিলেন। এই কারণেই লূক ৪:৪৩ পদে তিনি কফরনাহূমের লোকদের এমন কথা বলেছিলেন, *"অন্য অন্য নগরেও আমাকে ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করতে হবে; কারণ এই জন্য আমি প্রেরিত হয়েছি।"* অর্থাৎ, যীশু তাঁর পার্থিব পরিচর্যা পিতা ঈশ্বরের পরিকল্পনা মেনে সাধন করেছেন। লূকের সুসমাচারের এই অংশে (৪:১৫ পদের পর থেকে) আমরা আর যীশুকে সমাজগৃহে প্রচার করতে দেখি না, তাই অনেকে ভেবে থাকেন যে, ইহুদি ধর্মীয় নেতারা তাঁকে সমাজগৃহে সুসমাচার প্রচার করতে বাধা দিয়েছিল। কিন্তু যোহন ১৮:২০ পদে যীশু নিজে মহাযাজককে এমন কথা বলেছেন, *". . . আমি সর্বদা সমাজগৃহে ও ধর্মধামে শিক্ষা দিয়েছি, যেখানে ইহুদিরা সকলে একত্র হয়, গোপনে কিছু বলি নাই।"* তাই, আমরা তাদের সেই ভাবনাকে মেনে নিতে পারি না। যীশু যখনই হোক, যেখানে হোক, সুসমাচার প্রচারের কোনও সুযোগ পেয়েছেন, তাকে ব্যবহার করেছেন। এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যীশুর কাছে সুসমাচার প্রচার ছিল সবথেকে জরুরি বিষয়।

ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার ঘোষণা করা যে কতখানি জরুরি, তা যীশু উপলব্ধি করেছিলেন। আর তাই তিনি কখনও সুসমাচার প্রচারে ক্লান্ত হতেন না; নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে প্রচার করতে তিনি ছুটে যেতেন। আপনি, আমি কি আমাদের মুক্তিদাতাকে অনুসরণ করে সুসমাচার প্রচারের গুরুত্বকে উপলব্ধি করেছি? আমরা কি আমাদের পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সহপাঠি-সহকর্মী, প্রতিবেশিদের কাছে সুসমাচার প্রচার করি?

খ) প্রচারের বিষয়বস্তু: ৮:১ পদে যীশুর প্রচারের বিষয়বস্তুকে নির্দেশ করতে বলা হয়েছে, *"ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার।"* যীশু সুস্বাস্থের অধিকারী হবার উপায়, ধনী হবার চাবিকাঠি, স্ব-নির্ভর প্রকল্প, সামাজিক বা রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান, কিংবা উদারপন্থার কথা প্রচার করেননি। তিনি ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করেছেন। লূক তার সুসমাচারে *"ঈশ্বরের রাজ্য"* কথাটি সবথেকে বেশি (৩২ বার) ব্যবহার করেছে। যীশু যখন ঈশ্বরের রাজ্যের কথা বলেছেন, তখন তার দ্বারা ৩টি সত্যকে তুলে ধরেছেন।

(১) ঈশ্বরের রাজ্যের অর্থ- ঈশ্বরের রাজত্ব: ঈশ্বরের রাজ্যকে সহজে ও সঠিক অর্থে উপলব্ধি করতে হলে, আমরা একে এইভাবে বর্ণনা করতে পারি: এ হল ঈশ্বরের রাজত্ব বা কর্তৃত্ব; যেখানেই ঈশ্বর রাজত্ব করেন, সেখানেই ঈশ্বরের রাজ্যের উপস্থিতি। অর্থাৎ, ঈশ্বরের রাজ্যের অর্থ কোনও ভৌগলিক সীমানা নয়, কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক।

(২) ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশের গুরুত্ব- অপরিসীম: এই রাজ্যে প্রবেশের গুরুত্ব অপরিসীম। কোনও অজুহাত দেখিয়ে এই রাজ্যে প্রবেশ থেকে আমরা নিজেদের দূরে রাখতে পারি না। একবার যীশু একজনকে বলেছিলেন, *"আমার পশ্চাৎ এস।"* যীশুর সেই আহ্বান শুনে সে যীশুকে বলেছিল, *"প্রভু, আগে আমার পিতাকে কবর দিয়ে আসতে আমাকে অনুমতি দিন।"* কিন্তু যীশু তাকে বলেছিলেন, *"মৃতরাই নিজের নিজের মৃতদের কবর দিক; কিন্তু তুমি গিয়ে ঈশ্বরের রাজ্য ঘোষণা কর।"* আবার অন্য একজন তাঁকে বলেছিল, *"প্রভু, আমি আপনার অনুসরণ করব, কিন্তু আগে নিজের বাড়ীর লোকদের কাছে বিদায় নিয়ে আসতে অনুমতি দিন।"* কিন্তু যীশু তাকে বলেছিলেন, *"যে ব্যক্তি নাঙ্গলে হাত দিয়ে পেছনে ফিরে চায়, সে ঈশ্বরের রাজ্যের উপযোগী নয়।"* (লূক ৯:৫৯-৬২)।

(৩) ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশের শর্ত- শিশুসুলভ আস্থা: লূক ১৮:১৭ পদে যীশু বলেছেন, *"যে কেউ শিশুর ন্যায় হয়ে ঈশ্বরের রাজ্য গ্রহণ করে*

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

না, সে কোনও মতে তাতে প্রবেশ করতে পারবে না।'' সহজ কথায়, একটি শিশু যেমন তার পিতামাতার কাছে ভালোবেসে নিজেকে সমর্পণ করে, ঠিক তেমনই, আমাদেরকে ঈশ্বরের রাজত্ব বা কর্তৃত্বের কাছে সমর্পণ করতে হবে। আমাদের জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রের উপর ঈশ্বরের কর্তৃত্বকে স্বীকার করতে হবে এবং আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর আদেশ পালন করতে হবে। এর অর্থ, রাজাদের রাজা, প্রভুদের প্রভু যীশু খ্রীস্টে বিশ্বাস, যিনি আমাদের পাপের শাস্তি নিজে গ্রহণ করেছেন, তাঁর সন্তান বিশ্বাসী আমাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করেছেন।

সেই ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে যীশু আমাদের প্রত্যেককে আহ্বান জানাচ্ছেন। তাঁর সেই আহ্বানে আমরা কি সাড়া দিয়েছি? যদি আমরা সাড়া না দিয়ে থাকি, তাহলে শেষ বিচারে তিনি আমাদেরই দায়ী করতে চলেছেন। আসুন, আমরা নিজেরা সেই রাজ্যে প্রবেশ করি, ঈশ্বরের রাজত্বকে স্বীকার করি; এবং সেই রাজ্যের কথা মানুষের কাছে প্রচার করি, তিনি যেমন প্রচার করেছেন। আমরা কি ঈশ্বরের রাজ্যের কথা মানুষের কাছে বলছি?

২। যীশুর সুসমাচার প্রচারে সাহায্যকারীরা (২-৩ পদ)

এখানে লূক একাধিক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছে, যারা যীশুকে তাঁর এই পরিচর্যায় সাহায্য করেছিল। আমরা যদিও আরও অনেককে যীশুর সাহায্যকারী হিসাবে চিন্তা করতে পারি, কিন্তু এখানে, যীশুর গালীল পরিচর্যার শেষভাগে দুইদল সাহায্যকারীর কথা লূক উল্লেখ করেছে।

ক) শিষ্যরা: ১ পদের শেষাংশে বলা হয়েছে, *''তাঁর সঙ্গে সেই বারো জন ছিলেন।''* সেই বারো জন বলতে অবশ্যই তাদের নির্দেশ করা হয়েছে, যাদের তিনি *'প্রেরিত'* হিসাবে মনোনীত করেছিলেন (৬:১২-১৬)। যীশুর মৃত্য, পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণের পর, যারা তাঁর পরিচর্যাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চলেছে, যীশু তাদের শিক্ষা দিচ্ছেন, প্রশিক্ষিত করছেন ও পরিপক্ক করে চলেছেন। তিনি তাদের 'ফুল-টাইম' পরিচর্যাকারী হিসাবে আহ্বান করেছেন।

এই ১২ জন প্রেরিতের বিষয় আমাদের কাছে যে সমস্ত তথ্য আছে, তা হল, এদের মধ্যে পিতর, আন্দ্রিয়, যাকোব ও যোহন ছিল মৎসজীবি, তারা তাদের সমস্ত কিছু ত্যাগ করে যীশুকে অনুসরণ করেছিল (৫:১১); আবার, মথি বা লেবি ছিল করগ্রাহী, সেও সমস্ত ত্যাগ করে যীশুর অনুসরণ করেছিল (৫:২৮)। যীশুকে অনুসরণ করার পর, তাদের জীবনের যে বর্ণনা আমরা সুসমাচারগুলি থেকে পাই, তা থেকে এ কথা ধরে নেওয়া যায় যে, তারা যীশুর সুসমাচার প্রচার পরিচর্যায় অংশ নেবার পর, তাদের জাগতিক জীবিকা অর্জনের উপায় ক্রমশ বজায় রাখেনি। তারা 'ফুল-টাইম' প্রেরিত হিসাবে যীশুর পরিচর্যায় সাহায্য করেছে।

এখন, এই বর্ণনা থেকে যে প্রশ্ন সহজেই আমাদের মনে উঁকি মারে, তা হল, তাদের শারীরিক ও জাগতিক প্রয়োজন সমূহ কীভাবে পূর্ণ হত? অর্থাৎ, যীশু ও তাঁর শিষ্যদের খাদ্য, পোষাক বা বাসস্থানের যে প্রয়োজন ছিল, তা কীভাবে পূর্ণ হত? এটি হল সেই স্থান যেখানে যীশুর সাহায্যকারীদের দ্বিতীয় দল এগিয়ে এসেছিল।

খ) স্ত্রীলোকেরা: কেবল শিষ্যরা নয়, কিন্তু যীশুর পরিচর্যায় সাহায্যকারী একদল স্ত্রীলোকের কথা আমরা ২-৩ পদে পাই, যাদের যীশু সুস্থ করেছিলেন। তখনকার দিনে যীশুর ন্যায় অনেক ভ্রাম্যমান প্রচারক ছিল, এবং তাদের প্রচার কাজে অনেক মহিলা অর্থসাহায্যও করত। কিন্তু তাদের ধর্মগুরু বা রব্বির সঙ্গে কখনও কোনও স্ত্রীলোক পরিভ্রমন করত না।

কিন্তু যীশুর প্রতি এই কথা প্রযোজ্য নয়। যীশুর পার্থিব পরিচর্যার শেষ পর্যন্ত কয়েকজন স্ত্রীলোক তাঁর অনুসরণ ও সেবা করতে তাঁর সঙ্গে পরিভ্রমন করেছে। আবার, যখন যোহন ছাড়া, সমস্ত শিষ্য যীশুকে ছেড়ে পালিয়ে গেছিল, তখনও এই সমস্ত স্ত্রীলোকের কয়েকজন গলগাথা পর্যন্ত (যোহন ১৯:২৫), এমনকী কবর পর্যন্ত যীশুর সঙ্গী হয়েছিল। কেবল তাই নয়, আবার তারাই ছিল পুনরুত্থিত যীশুর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতকারী (২৩:৪৯, ৫৫)। লূক এখানে যে ৩ জনের কথা পৃথক ভাবে উল্লেখ করেছে, তারা হল:

(১) মগ্দলীনী মরিয়ম: এই নামের অর্থ, সে ছিল মগ্দালা গ্রামে বসবাসকারী মরিয়ম। মগ্দালা গ্রাম ছিল গালীল সাগরের পশ্চিম পাড়ে উত্তরে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

কফরনাহূম ও দক্ষিণে তিবিরিয়ার মধ্যবর্তী। এই মরিয়মের বিষয় লূক আরও বলেছে যে, তার থেকে যীশু সাত ভূত বের করেছিলেন। এই তথ্যকে ভিত্তি করে, অনেকে এমন কথা বলে থাকেন যে, যীশুর সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে মরিয়ম খুবই জঘন্য চরিত্রের মহিলা ছিল। কিন্তু এই চিন্তার পক্ষে তেমন কোনও যুক্তি নেই, কারণ বাইবেলে আমরা এমন কোনও সাক্ষ্য পাই না, যাকে ভিত্তি করে আমরা এমন কথা বলতে পারি যে, ভূতগ্রস্ত হওয়া ও অনৈতিক জীবন হাতে হাত ধরে চলে। পরিবর্তে, অদ্ভুৎ মানসিক/শারীরিক আচরণের সঙ্গে ভূতগ্রস্ত হওয়াকে বাইবেলে যুক্ত করা হয়েছে (লূক ৪:৩৩-৩৪; ৮:২৭-২৯; ৯:৩৭-৪৩; ইত্যাদি)।

যীশুর দ্বারা সুস্থ হবার পর, তার অবশিষ্ট জীবন দিয়ে মরিয়ম যীশুর সেবা করেছে। যীশুর মৃত্যুভোগ ও পুনরুত্থানের ঘটনায়ও মগ্দলীনী মরিয়মের উপস্থিতির কথা সুসমাচারগুলিতে বর্ণনা করা হয়েছে। যীশুর ক্রুশারোপণের সময় (মথি ২৭:৫৫), যীশুর দেহকে কবরে রাখার সময় (মথি ২৭:৬১), যীশুর মৃতদেহে মশলা মাখাবার জন্য অতি প্রত্যুষে কবরের উদ্দেশে স্ত্রীলোকদের যাত্রায় সময় (মথি ২৮:১), এবং পুনরুত্থিত যীশুকে প্রথম দেখবার সময় মগ্দলীনী মরিয়ম উপস্থিত ছিল।

(২) যোহান্না: লূকের বর্ণনা অনুসারে, হেরোদের কোষাধ্যক্ষ কূষের স্ত্রী ছিল যোহান্না। এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, শক্তিশালী হেরোদের রাজপ্রাসাদেও যীশুর প্রচারিত ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার পৌঁছে গেছিল। অর্থাৎ, সুসমাচারের শক্তি সকল প্রকার মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করেছে। ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার কেবল অসুস্থ-ভূতগ্রস্ত, দুঃখী-দরিদ্র, অশিক্ষিত-নিরক্ষর, পিছিয়ে-পড়া মানুষদের দ্বারা গৃহিত হয়নি; উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরাও সুসমাচার গ্রহণ করেছে। এই সত্য আজকের দিনেও একইভাবে প্রযোজ্য। আমাদের সকলের কাছে সুসমাচর পৌঁছে দিতে হবে।

পুনরুত্থিত যীশুর কবরে যে সমস্ত স্ত্রীলোক উপস্থিত হয়েছিল, যোহান্না তাদের মধ্যে একজন (লূক ২৪:১০)।

(৩) শোশন্না (সুসান্না): শোশন্নার বিষয় কেবল এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। তার নামের অর্থ, কানুড় বা লিলি ফুল।

এখন, যীশু যখন তাঁর সূত্রধরের জীবিকা ত্যাগ করে, লোকদের কাছে নিজেকে মশীহ হিসাবে প্রকাশ করতে শুরু করেন, ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করেন, তাঁর সেই পরিচর্যার জন্য নিজস্ব কোনও সংস্থান ছিল না। বাইবেল বলে তিনি ছিলেন দীন-দরিদ্র, মাথা গোঁজবার কোনও স্থান তাঁর ছিল না (মথি ৮:২০)। যীশু কখনও তাঁর ঐশ্বরিক ক্ষমতাকে ব্যবহার করে কখনও নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করেননি। ঈশ্বর পুত্র নিজেকে এতখানি নত করলেন যে, তাঁর পার্থিব প্রয়োজন পূর্ণ করতে তিনি এই সমস্ত স্ত্রীলোকদের সাহায্য গ্রহণ করলেন। লূক লিখেছে, ***"তাঁরা নিজের নিজের সম্পত্তি থেকে তাঁদের (যীশু ও তাঁর শিষ্যদের) পরিচর্যা করতেন"*** (৩ পদ)। সুসমাচারের কোথাও আমরা যীশুর বিরুদ্ধে কোনও কাজ করতে আমরা কোনও স্ত্রীলোককে দেখতে পাই না। পরিবর্তে, যীশুর সুসমাচার প্রচার পরিচর্যায় আমরা তাদেরকে যীশুকে সাহায্য করতে দেখি। কেবল তাদের কায়িক শ্রমের দ্বারা নয়, কিন্তু তাদের অর্থ-সম্পত্তি দিয়েও তারা এই পরিচর্যায় অংশ নিয়েছিল। ***যিনি ধনবান হলেও আমাদের জন্য দরিদ্র হলেন*** (২করিন্থীয় ৮:৯), এই সমস্ত স্ত্রীলোক তাঁর দরিদ্রতায় তাঁকে সাহায্য করেছিল। তারা প্রথম মিশনারী হয়ে কাজ করেছিল।

আজ আমরা কী করছি? আমাদের পরিবারের কেউ হারিয়ে গেলে, আমরা তাকে খুঁজে পেতে আমাদের অর্থ, সময়, ও চেষ্টার ত্রুটি করি না; কিন্তু আধ্যাত্মিক ভাবে হারিয়ে যাওয়া আমাদের পরিজন ও বন্ধুদের জন্য আমরা কী করে থাকি? আজ "ফুল-টাইম" পরিচর্যাকারী হিসাবে ঈশ্বর মণ্ডলীর পালক ও প্রচারকদের আহ্বান করেছেন, কিন্তু বিশ্বাসী আমাদের প্রত্যেককে তিনি আমাদের সঙ্গতি ও সম্পদ ব্যবহার করে তাঁর পরিচর্যায় অংশ গ্রহণ করতে আহ্বান করেছেন। মানুষদের সুসমাচারের দ্বারা জয় করতে ঈশ্বর আমাদের অর্থ, সময়, ও চেষ্টাকে ব্যবহার করতে বলেন। এই পরিচর্যায় আমাদের প্রত্যেকেরই ভূমিকা আছে।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com